এবং ব্রিকলেন

সাঈম চৌধুরী

ব্রিটেনের ইমিগ্রেন্ট সন্তানদের সযতনে ধারণ করে রাখে ব্রিকলেন। সে কেবল বাংলাদেশিদের বেলায় সত্য নয়। এই সত্য অনেক পুরাতন সত্য। আর সেই সত্যের গভীরে আছে অনেক উত্থান-পতন, অনেক রক্তের দাম। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। বিলেতের শাদা চামড়ার মানুষগুলো তাদের নগরে অন্য চামড়াকে সহজে প্রবেশাধিকার দিতে চায়নি। তারা ভ্রুকুচকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। নানা ভাবে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। তবুও কিভাবে জানি লন্ডন সিটির সীমারেখা ঘেঁষে ব্রিকলেন এবং তার আশপাশ এলাকায় স্থান করে নিয়েছেন নানা রঙের মানুষ। ফ্রান্সের হিউগোনট সম্প্রদায়, আইরিশ জনগোষ্ঠি, পোল্যান্ড এবং জার্মানীর ইহুদীরা তারপর এক সময় বাঙালিরা এখানে মানে এই ব্রিকলেনে তাদের স্বপ্নের ডালপালা বিস্তার করেন। ব্রিকলেন যেনো এখন সাত সমুদ্র তের নদী পারের এক টুকরো বিকল্প বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে কাউকে যদি চোখ বেঁধে ব্রিকলেনে এনে ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে চারপাশে চেনা চেনা বাদামি পোড় খাওয়া চেহারা, হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসা বাংলা বাক্য শুনে নিশ্চিত বাজী ধরে বলবে, হয় জিন্দাবাজার না হয় কাকরাইল চলে এসেছে। তবে কোন এক যাদুবলে চেনা এলাকার চেনা বাসা বাড়ি পাল্টে গেছে মাত্র আর আবহাওয়াটা হঠাৎ একটু বেশি শীতল হয়ে গেছে। তাই কে জানে হতে পারে শ্রীমঙ্গলের কোন এলাকা।

ব্রিকলেনের আদুরে নাম এখন বাংলা টাউন। নামটি প্রতিষ্ঠিত। আর মূল ব্রিকলেন নামের পেছনের ইতিহাসটি হচ্ছে ইটের গল্প। ১৮শ শতাব্দীর গোড়া থেকে এই এলাকায় ইট নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ব্রিক ফিল্ড থেকে ব্রিকলেন।

গেলো শতাব্দীর শুরু থেকেই ধীরে ধীরে ব্রিকলেনে ইমিগ্র্যান্ট বাঙালির আগমন শুরু হয়। এখানে বাঙালিরা এলেন দেখলেন এবং জয় করলেন ব্যাপার কিন্তু এত সহজ নয়। ব্রিকলেনকে অনেক কষ্টে আমাদের জয় করে নিতে হয়েছে। সেটি একদিনের অর্জন নয়। ব্রিকলেনের প্রতিটি ইট জানে কত কঠিন বন্ধুর পথ পাড়ি, কত অবমাননার জল মাড়িয়ে সে আমাদের হয়ে এসেছে। প্রথম প্রথম এখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো হিংস্র বর্ণবাদ। সেই সময়ে বাঙালিরা একা রাস্তায় নামতে ভয় করতেন। চলার পথে শাদা চামড়ার লোকেরা নানা রকম ভাবে হেনাস্তা করেছে। হয়তো সারা সপ্তাহের আয় নিয়ে ঘরে ফিরছেন একজন বাঙালি। পথে দুর্ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেছে শাদা চামড়ার সাথে। তারা সারা সপ্তাহের রোজগার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মেরে তক্তা বানিয়েছে। শুধু তাই নয় ঘৃণা ভরে থুথু ছিটিয়ে দিয়েছে। বাঙালি বলে বিশ্রী গালি দিয়েছে। কাহাতক আর সহ্য করা যায়। বাঙালিরা যে মাটির সন্তান চৈত্র মাসে সেই মাটি ফেটে যায়, বর্ষায় সিক্ত হয়। সুতরাং বিলেতের শীতে চৈত্রের রৌদ্র ধারণ করে বিক্ষোভে বিদ্রোহে তারা পথে নামেন। বাঁচি যদি বাঁচবো মাথা উঁচু করে এমনই দৃঢ় সংকল্প। সেই সংকল্পের কাছে হেরে গিয়ে বর্ণবাদের বিষাক্ত সাপ গর্তে ঢুকে। বর্ণবাদ বিরোধী সেই আন্দোলনে রক্তে লাল হয়েছে ব্রিকলেন। আলতাব আলী চলে গেছেন। অনেকের গায়ে থুথুর ছিটে, অনেকের শরীরে ছোপ ছোপ রক্ত এই নিয়ে ব্রিকলেন আমাদের হয়ে আসে। ১৯৭৮ সালের বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে নিহত আলতাব আলীর নাম ধারণ করে ব্রিকলেনের সদর রাস্তার ঠিক ওপাশেই গড়ে তোলা হয়েছে শহীদ আলতাব আলী পার্ক। আর ওই পার্কেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাঙালির শোকের এবং শৌর্যের প্রতীক শহীদ মিনার। শহীদ মিনারের স্থাপত্য কর্মটির অর্থ হচ্ছে সন্তান গর্বে গর্বিত মা মাথা নুইয়ে তার সন্তানদের প্রতিই বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। শহীদ মিনারের এই গল্পটি ব্রিকলেনের গল্পের সাথেও অদ্ভুত ভাবে মিলে গেছে। বাঙালির অর্জনগুলো সব সময়ই বড় বেশি রক্তের দামে কেনা।

ইমিগ্রেন্ট সন্তানদের প্রতি বরাবর উদার থেকেছে ব্রিকলেন। যত ইমিগ্রেন্ট জাতি এসে ব্রিকলেনে নিয়েছে আশ্রয় তাদের সবার ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছে একটি ব্যতিক্রমী উপসনালয়। ব্রিকলেইনের ঠিক মাঝামাঝিতে সেই উপসনালয়ই এখন ব্রিকলেন মসজিদ। ব্রিকলেন মসজিদের গল্পটি চমকপ্রদ। এই ভবনটির কথা বললে যেনো ব্রিকলেনের পুরোটা ইতিহাস বলা হয়ে যায়। প্রথমে ফ্রান্স থেকে আসা হিউগোনটরা ১৭৪৪ সালে এখানে নির্মাণ করেছিলেন হিউগোনট চার্চ। তারা চলে যাওয়ার পর এই চার্চ পরিণত হয় মেথডিস্ট চ্যাপেলে। এরপর ১৮৯৭ সালে এই উপাসনালয়টি বিক্রি করে দেয়া হয় ইহুদী ইমিগ্রেন্টদের একটি সমিতির কাছে। এই সমিতির উদ্যোগে এটিকে রূপান্তরিত করা হয় ইহুদীদের উপাসনালয় সিনাগগে। ৭০-এর দশক থেকে ইহুদিরা চলে যেতে শুরু করেন। ঠিক এই সময়ে এখানে বাঙালিরা তদের নোঙর ভিড়িয়েছেন। তারপর এক সময়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির তদানীন্তন নেতৃবৃন্দ এই সিনাগগটি কিনে নিয়ে এটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।

ব্রিকলেনের ইদানিংকার গল্প পুরোটাই বাঙালির গর্বগাঁথা। এখানে বাংলা যেনো তার প্রাণ ফিরে পায়। ব্রিটেনের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়ায় বাঙালিয়ানা। বিলেতের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাঙালিরা সুযোগ পেলেই ছুটে আসেন ব্রিকলেনে। এখানের প্রতিটি গলি তস্যগলিতে তারা খুঁজে বেড়ান প্রিয় স্বজনদের। বিশেষ করে সিলেট অঞ্চলের বাসিন্দারা

ব্রিকলেন এলে এমন অনেকের সন্ধান করেন যাদের সাথে দীর্ঘদিন দেখা নেই। দেশে থাকতেই হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রিয় সেই বন্ধু অথবা স্বজনকে। জানেন সেই বন্ধুটি এখন পরবাসী। ব্রিকলেনের রাস্তায় হারিয়ে যাওয়া ঐ প্রিয় মুখ খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটি মোটেও ব্যতিক্রম কিছু না। বরং সেটাই যেনো সত্য। এই সড়কের রাস্তা ধরে মনোযোগ দিয়ে হাঁটলে এমন অনেক আবেগঘন দৃশ্য দেখা হয়ে যায়। বহুদিন একজন অন্যজনকে দেখতে পেয়ে খুব করে জড়িয়ে ধরেন। সুমন চট্টোপধ্যায়ের গানের মতো করে বলেন, বন্ধু কি খবর বল...অথবা জীবনানন্দের মতো কাব্য করে জানতে চান, এতদিন কোথায় ছিলেন...?

বিলেতের যেখানেই থাকুন প্রিয় দেশের প্রিয় মানুষটিকে খুঁজে বের করতে ব্রিকলেনের বিকল্প নেই। কেবল বাঙালি দেখার জন্যই ব্রিকলেন নয়। ফেলে আসা বাংলাদেশের ফেলে আসা খুঁটিনাটি খুঁজে নিতেও ব্রিকলেন ভরসা। বাংলাদেশের সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়। সেই কচুর লতি থেকে শুরু করে পালং শাক, নাগা মরিচ, হিদল শুটকি, সাতকড়া, হুকার টিকি, বর্ণমালার বই, ক্বারী আমির উদ্দিনের গানের ক্যাসেট, যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা, রূপসা হাওয়াই চপ্পল, বাবা জর্দা, বাংলাদেশি বেনসন, মকছুদুল মোমেনীন, আলাউদ্দিনের মিষ্টি কতো কি। বাংলাদেশের বিশেষ সিলেট অঞ্চলের মেয়েরা তাদের গর্ভকালীন সময়ে 'শেকড় মাটি' নামের বিশেষ এক ধরণের পুড়ানো মাটি খেতেন। কালের ব্যবধানে সেই 'শেকড় মাটি' এখন সিলেট অঞ্চলেই লাপাত্তা। মহাজনপট্টির সাত্তার মিয়ার দোকানে হয়তো সেটি মিলে যেতে পারে আর মিলে ব্রিকলেনে।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে ব্রিকলেনের বড় পরিচয় ব্রিকলেন মানে ক্যারি ক্যাপিটাল। রান্নার রাজধানী। ব্রিকলেনে অনেকগুলো বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট। কিন্তু তারপরও এখানে ব্যবসার কমতি নেই। এইসব রেষ্টুরেন্টের সত্বাধিকারীরা হচ্ছেন বাংলাদেশি আর গ্রাহকরা হচ্ছেন সকল দেশি। বাংলাদেশি ক্যারির জনপ্রিয়তার কাছে হার মেনেছে ভীষণ বর্ণবাদ। ব্রিকলেনে প্রতিবছর ক্যারি ফেস্টিভ্যাল হয়। ইউরোপের সব দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে সেই ক্যারি ফেস্টিভ্যালে যোগ দেন। তারা বাংলাদেশি খাবারের পাগলপারা স্বাদে এতোটাই মুগ্ধ হন সুযোগ পেলেই তাই আবার হাজির হন ব্রিকলেনে। দাদা সঙ্গে করে আনেন নাতিকে। ভাই নিয়ে আসেন বোনকে। বাবা তার আদরের মেয়েকে। এভাবে জন থেকে জনে জনে পৌঁছে গেছে বিলেতে বাংলাদেশি রেষ্টুরেন্টগুলোর খাবারের সুনাম।

কারি হাউসের পাশাপাশি ব্রিকলেনে আছে আরও কয়েক ধরণের ব্যবসা। যেমন, ট্রাভেল এজেন্সি, দেশে রেমিটেন্স পাঠানোর প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বইয়ের দোকান, গ্রোসারি ও সুপার স্টোর, বই-পত্রপত্রিকা-ভিডিও-ক্যাসেটের দোকান, শাড়ির দোকান, রয়েছে সোনালী ব্যাংকও।

ব্রিকলেনে বাংলাদেশের রাজনীতিও বহাল তবিয়তে আছে। সেই আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি। দেশের প্রতিটি বড় রাজনৈতিক দলের বিলেতি শাখা অফিস ব্রিকলেন কিংবা তার আশেপাশেই স্বমহিমায় বসত করে। দেশের চিন্তায় এইসব রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রীদের চোখে ঘুম নেই। খালেদা জিয়ার পায়ের ব্যথা সামান্য বাড়লে উৎকণ্ঠিত দলীয় সমর্থকরা এখানে মিলাদ মাহফিল, দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। শেখ হাসিনার ছেলে জয়ের বাবা হবার খবরে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এরশাদের সঙ্গে বিদিশার তালাক হয়ে গেলে অনেকেই বিষন্নবোধ করেন।

কেবল রাজনৈতিক দলই নয় আছে নানা সামাজিক সংগঠনও। সেইসব সংগঠনে আবার দলাদলি আছে, গলাগলিও আছে। প্রতিটি সংগঠনের নেতৃত্ব নির্ধারণ হয় ভোটের মাধ্যমে। সেই ভোটে হাজার হাজার পাউন্ড খরচ হয়। দেশে প্রবাসী ভোটাধিকার নেই। কে জানে হয়তো এই অপ্রাপ্তিটুকু ভুলতে এই ভোট ভোট নাটক।

ব্রিকলেনে বাঙালির সবচেয়ে বড় মিলন মেলাটি হচ্ছে বৈশাখী মেলা। লাখো বাঙালি আর অন্য জাতিগোষ্ঠির পদভারে এই সময় ব্রিকলেন যৌবনবতী হয়। ব্রিকলেনের বৈশাখী মেলা গোটা ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলার মর্যাদা পেয়েছে অনেক আগেই। আর ব্রিকলেন হচ্ছে ইংল্যান্ডের একুশটি আইকনের একটি। অর্থাৎ অর্জনের কমতি নেই।

বাঙালির অর্জনগুলো সব সময় হীরার দামে কেনা কিন্তু বিকিয়ে দেবার বেলায় যেনো কাচের টুকরো। ব্রিকলেনের ব্যাপারেও কি সেই অশুভ ধারাবাহিকতা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে না? একটি কালো ছায়া যেনো ঘিরে ফেলছে প্রিয় ব্রিকলেনকে। ক্যারি ক্যাপিটাল হিসেবে স্বীকৃত ব্রিকলেনে এখন অনেকেই ভয়ে হাজির হতে চান না। শাদা চামড়ার গ্রাহক দেখলেই শুরু হয় তাদের নিয়ে বিশ্রী রকমের টানাটানি প্রতিযোগিতা। স্থানীয় কাউন্সিল (টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল। এই কাউন্সিলেও বাঙালির জয়জয়াকার। কাউন্সিলের নির্বাচিত মেয়র থেকে শুরু করে অধিকাংশ কাউন্সিলাররাই বাংলাদেশের বাসিন্দা) কাস্টমার টানাটানির এই অশুভ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে কঠিন নিয়ম করেও ঠিক সফল হতে পারছে না। মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায়ও এ নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা হয়েছে। গেলো বছর একজন ফুড ক্রিটিক ইভিনিং স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায়তো লিখেই দিলেন, এমনকি তিনি তার শত্রুকেও ব্রিকলেনে আসার ব্যাপারে বারণ করবেন। অর্থাৎ ব্রিকলেন এমনই ভয়াবহ!

ব্রিকলেনে আমাদের অর্জনগুলো তুচ্ছ করার নয় তবে এখানেই থামতে নেই। দেশ ছাড়া একদল দেশপ্রেমিক পরম মমতায় ব্রিকলেনে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। এখন সেটিকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের। বিলেতের বাতাস বড় বেতাল। সেই বেতাল বাতাসে পতাকাটা যেনো উড়তে উড়তে উড়েই না যায়। সেটি শক্ত করে ধরে রাখতে হবে আমাদেরই।

সাঈম চৌধুরী
স্টাফ রিপোর্টার,
সাপ্তাহিক জনমত
লন্ডন